(মুফতী) মুহ'াম্মাদ শাফী' (র) (مفتی محمد شفیع) ঃ খ্যাতনামা 'আালিম, মুহ'াদ্দিছ', মুফাস্সির, ফাকী'হ ও ইসলামী চিন্তাবিদ। ১৩১৪/১৮৯৬ সালে ঐতিহাসিক দেওবন্দ শহরের এক ঐতিহ্যবাহী 'আালিম পরিবারে তাঁহার জন্ম। মাওলানা রাশীদ আহ'মাদ গাঙ্গোহী (র) মুহ'াম্মাদ শাফী' নাম মনোনীত করেন। তিনি দেওবন্দের 'উছ'মানী খান্দানের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁহার বংশধারা হযরত 'উছ'মান গ'ানী (রা) পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। তাঁহার মাতা ছিলেন সায়্যিদাঃ। পিতা মাওলানা য়াসীন সাহেব ছিলেন কু'রআানের হ'াফিজ' ও বিশিষ্ট 'আালিম। দারু'ল-'উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার বৎসরই য়াসীন সাহেবের জন্ম হইয়াছিল। তিনি ছিলেন শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা মাহ'মূদ হ'াসান (র)-এর সহপাঠী। দেওবন্দেই শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করত আজীবন তিনি সেখানেই শিক্ষকতা করেন। ফারসী বিভাগের তিনি নাম-করা শিক্ষক ছিলেন। মুফতী শাফী' (র)-এর পিতামহ মিয়াজী ইমাাম 'আলী সাহেবও ফারসীর অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। পূর্বপুরুষরা সাহারানপুর জিলার অন্তর্গত মংলোর থানাধীন জওরাাসী নামক স্থানে বসবাস করিতেন। সেখান হইতে মুফতী সাহেবের প্রপিতামহ মিয়াাজী কারীমুল্লাাহ (র) দেওবন্দ আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

সুযোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে দেওবন্দ মাদরাসায়ই মুফতী সাহেবের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। কু'রআান কারীমের প্রাথমিক শিক্ষা তিনি লাভ করেন হ'াফিজ' 'আবদু'ল-'আজ'ীম সাহেব ও হ'াফিজ' নাাম-দাার খান সাহেবের নিকট হইতে। নানার বাড়ীতে অবস্থানকালে সেখানকার হি'ফজ'খানায় তিনি কয়েক পারা কু'রআান শরীফ মুখস্থ করিয়াছিলেন। শারীরিক দুর্বলতা হেতু বেশী দিন এই ধারা বাকী থাকে নাই। উর্দু, ফারসী, অংক, জ্যামিতি ও প্রাথমিক আরবী শিক্ষা তিনি লাভ করেন স্বীয় পিতার নিকট। ১৩৩১ হি. সালে তিনি দারু'ল-'উলূম দেওবন্দের আরবী বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৩৩৫হি. সালে দারস-ই নিজ'াামীর শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করেন। মাধ্যমিক স্তরের 'আরবী শিক্ষা কালে তিনি সময় সময় শায়খু'ল-হিন্দের দরসেও হাজির হইতেন। অসাধারণ মেধা ও প্রখর ধীশক্তির ছাপ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই কারণে ছাত্র বয়সেই তিনি বড় বড় উস্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। একবার এক পরীক্ষার খাতা দেখিয়া মাওলানা শাব্বীর আহ'মাদ 'উছ'মানী (র) বিস্ময়া-ভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া খাতাটি মুহতামিম্ সাহেবকে দেখাইতে লইয়া আসেন। মুহতামিম্ সাহেব তৎক্ষণাৎ পরীক্ষার হলে যাইয়া সকল ছাত্রের সম্মুখে তাঁহাকে ডাকিয়া আনেন এবং মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে দু'আা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার অধ্যয়নের একাগ্রতা লক্ষ্য করিয়া ছাত্র আমলেই তাঁহার দ্বারা মুফতী 'আযী-যু'র-রাহ'মাান (র) ফাতওয়াা লিখনের কাজ করাইতেন। হযরত থানাব'ী (র)-এর বিশেষ পরামর্শে তিনি গ্রীক দর্শনের বহু গ্রন্থও

আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের বই-পুস্তক [illegible] [illegible]। ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁহার বেশ [illegible] ছিল। [illegible] শিক্ষা গ্রহণ কালে তিনি এমন শিক্ষকমণ্ডলীর [illegible] [illegible] ছিলেন যাঁহারা ছিলেন তদানীন্তন কালে [illegible] [illegible]। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ইমামু'ল-'আস্র ও [illegible] আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, শায়খু'ল-ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহ্'মাদ 'উছ্'মানী, মাওলানা মুফতী 'আযীযু'র-রাহ্'মান, শায়খু'ল-আদাব [illegible] ফিক্'হ মাওলানা ই'যায 'আলী (র), [illegible] [illegible] [illegible], সাইয়িদ আস'গার হু'সাইন, কারী [illegible] [illegible] খান সাহেব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি মুফতী সাহেব বাতি'নী বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেন। শায়খু'ল-হিন্দ (র) মাল্টা হইতে মুক্তি পাইয়া দেওবন্দ প্রত্যাবর্তন করিলে মুফতী সাহেব প্রথমত তাঁহার হাতে বায়'আত হন। তাঁহার ইনতিকালের পর তিনি হা'কীমু'ল-উম্মাহ মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাব'ীর নিকট পুনঃবায়'আত হন। পূর্ব হইতেই তাঁহার মধ্যে সততা, মনের নিষ্কলুষতা, সৎকর্মপরায়ণতার গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, তাহা এই শিক্ষাকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিল। অল্প কালের মধ্যে তিনি থানাব'ী (র)-এর খিলাফাত লাভে ধন্য হন।

শিক্ষা সমাপণের পর দারু'ল-'উলূম দেওবন্দেই তাঁহার অধ্যাপনার কাল শুরু হয়। ১৩৩৭ হি. সাল হইতে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বীয় অধ্যাপনার সুখ্যাতি দ্বারা প্রথম স্তরের শিক্ষক মণ্ডলীর কাতারে আপন আসন করিয়া লইতে সক্ষম হন। বার বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের কিতাবসমূহ দরস দেওয়ার সুযোগ তিনি লাভ করেন। শায়খু'ল-ইসলাম মাওলানা হু'সায়ন আহ্'মাদ মাদানী (র)-এর বিশেষ অনুপ্রেরণায় তিনি হা'দীছ' শিক্ষা দানেও আগ্রহী হন এবং প্রথমত মুওয়াত'ত'া' ইমাম মালিক ও পরে সুনান আবী দাঊদ পড়ান। ফিক্'হ ও 'আরবী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল। ১৩৪৯ হি. সালে প্রধান মুফতী হিসাবে তাঁহাকে দারু'ল-'উলূম দেওবন্দের ফাতাওয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পাশাপাশি হা'দীছ' ও তাফসীরের অধ্যাপনার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার আমলে ৩৭,০৮২টি ফাতাওয়া প্রদান করা হইয়াছে। অবশেষে পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িত হওয়ার কারণে থানাব'ী (র)-এর পরামর্শে তিনি ১৩৬২ হি. সালে তাঁহার শিক্ষকতার পদ হইতে ইস্তফা দেন। ইহার পর হযরত থানাব'ীর ইনতিকাল পর্যন্ত থানাভবনে তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটে। হযরত থানাব'ীর ওফাতের পরও কিছুদিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। ১৯৪৫ খৃ. কলিকাতায় জাম'ইয়্যাত 'উলামা' ইসলাম গঠন করা হইলে মুফতী সাহেব ইহার সদস্য হন। একটি আদর্শ ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণ দুই বৎসর রাত্রদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে জনমত গঠনে ব্যাপৃত থাকেন এবং এইজন্য তিনি মাদ্রাজ হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত এবং পশ্চিমে করাচী পর্যন্ত সমগ্র দেশ সফর করেন। ১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে শায়খু'ল-ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহ্'মাদ 'উছ্'মানী ও অন্য কয়েকজন

নেতার ডাকে মুফতী সাহেব দেওবন্দ ছাড়িয়া পাকিস্তান গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৯ জুমাদা'ল-উখরা, ১৩৬৭/১ মে, ১৯৪৮ সালে কেবল ছোট ছেলেমেয়ে ও তাহাদের মাতাকে সঙ্গে লইয়া পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়া দেন এবং ৬ মে, ১৯৪৮ খৃ. পাকিস্তান পৌঁছেন। তখন হইতে পাকিস্তানের করাচীই তাঁহার স্থায়ী আবাসে পরিণত হয়।

১৯৫০ খৃ. পাকিস্তান ল' কমিশন গঠিত হইলে মুফতী সাহেবকে উক্ত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। প্রায় একই সময় যাকাত সংগ্রহ ও উহার খাত সম্পর্কে ইসলামী আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে যে যাকাত কমিটি গঠিত হয় তিনি তাহাতেও সদস্য হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫০ খৃ. করাচী আরামবাগে বাবু'ল-ইসলাম মসজিদে প্রতিদিন ফজর স'ালাতের পর দরসে কু'রআন চালু করেন। একটানা নয় বৎসর পর্যন্ত এই দরস অব্যাহত থাকে। ১৯৫৩ খৃ. কেন্দ্রীয় জাম'ইয়্যাত 'উলামা'র সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ খৃ. রেডিও পাকিস্তানের 'মা'আরিফু'ল-কু'রআন নামক অনুষ্ঠান দরস-ই কু'রআন পরিচালনা করেন। একটানা এগার বৎসর পর্যন্ত এই দরস অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান ছাড়াও আফ্রিকা ও য়ুরোপের বহু মুসলিম এই দরস নিয়মিত শুনিতেন।

মুফতী সাহেবের অমর কীর্তির মধ্যে দারু'ল-'উলূম করাচী-র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। মুসলিমদের মধ্যে দীনী চেতনা সমুন্নত রাখা ও দীনী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে দারু'ল-'উলূম দেওবন্দের পাঠক্রম অনুসরণে দারু'ল-'উলূম করাচী নামে করাচীর কোরাঙ্গীতে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং আজীবন তিনি ইহার সদস্য হিসাবে খিদমত করেন। তখনকার সময় করাচীতে মাদরাসা মাজ'হারু'ল-'উলূম খাড্ডা ব্যতীত অন্য কোন ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্তমানেও এই মাদরাসা করাচীর অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। মুফতী সাহেব ১৩৭০ হি. সালে দারু'ল-'উলূম প্রতিষ্ঠার পর হইতে মৃত্যুর চার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে শায়খু'ল-হ'াদীছ' হিসাবে স'াহ'ীহ' বুখারী শারীফের দরস দিতে থাকেন।

দেওবন্দ দারু'ল-উলূম ও করাচী দারু'ল-উলূমে সুদীর্ঘ প্রায় আটচল্লিশ বৎসরের শিক্ষকতা আমলে তাঁহার 'উলূম ও মা'আরিফ দ্বারা উপমহাদেশ ব্যতীত চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বার্মা, আফগানিস্তান, ইরান, তুর্কিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ ও আফ্রিকার অসংখ্য জ্ঞান-পিপাসু নিজেদের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারিত করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ 'আলিমরূপে প্রতিভাত হন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য শাগরিদগণ: (১) মাওলানা য়ূসুফ বান্নূরী, মাওলানা মাসীহ'ল্লাহ খান, সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ মিয়া, মাওলানা 'আবদু'ল-হ'াক্'ক' হ'াক'ক'ানী, ক'ারী ফাতহ' মুহ'াম্মাদ, মাওলানা সরফরায খান স'াফদার, মাওলানা ইহ'তিশামু'ল-হ'াক্'ক' থানাব'ী, মাওলানা সা'ঈদ আহ'মাদ আকবরাবাদী, মুফতী রাশীদ আহ'মাদ লুধিয়ানব'ী, মাওলানা সি'দ্দীক' আহ'মাদ (খতীবে আ'জ'াম বাংলাদেশ) মাওলানা মুস'লিহু'দ-দীন (কিশোরগঞ্জ), মাওলানা মুফ্তী মুহি'য়্যুদ-দীন (বড় কাটরা, ঢাকা), মাওলানা রাফী' 'উছ'মানী ও মাওলানা ত'াক'ী 'উছ'মানী।

জ'াহিরী 'ইলম বিতরণের পাশাপাশি ১৩৩৯ হি. সালে হযরত থানাব'ী (র)-এর খিলাফাত ও ইজাযাত লাভের কিছুকাল পর হইতেই মুফতী সাহেব আধ্যাত্মিক খিদমতেও ব্যাপৃত হন। দেশ-

বিদেশের বহু 'আলিম তাঁহার এই আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশনা হইতে উপকৃত হন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁহার ওয়াসিয়্যাতনামায় তাঁহার নিকট হইতে খিলাফাত ও ইজাযাত লাভকারীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৯৫। তাঁহার খলীফাগণের মধ্যে মীর ইমাদু'দ-দীন হায়দারাবাদী, মাওলানা মাহ্মূদ হাসান মাদ্রাজী, মাহ্মূদ হাসান করাচী, মাস্টার মুহাম্মাদ ইকবাল কুরায়শী, মাওলানা মুফতী মুহিয়্যু'দ-দীন (বড় কাটরা, ঢাকা), মাওলানা 'আব্দু'শ-শাকূর তিরমিযী, মাওলাবী ওয়াজীহু'দ-দীন, হাজী গুলাম কাদির, মুহাম্মাদ 'উছমান সাহেব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৭০ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরালো রূপ ধারণ করে। ইসলামের পরিবর্তে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম কায়েমের পাঁয়তারা শুরু হয়। প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে কমিউনিজমকে ইসলাম নামে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মুফতী সাহেব নীরব থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় তিনি রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করেন। তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগদান করত তিনি মুসলিমদেরকে উক্ত ধোঁকা হইতে রক্ষার সার্বিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যান। কিন্তু নির্বাচনের ফল বিপরীত হইলে পুনরায় তিনি রাজনীতির ময়দান ত্যাগ করত নিজস্বভাবে দেশ ও জাতির খিদমতে নিয়োজিত হন। উল্লেখ্য যে, শায়খু'ল-হিন্দ (র) মাল্টা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহ্রীক-ই খিলাফাত গঠন করিলে মুফতী সাহেব তাহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন গভীর 'ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী। দীনী 'ইলমের সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য ছিল, বিশেষ করিয়া আরবী সাহিত্য ও ফিক্হশাস্ত্র তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রের সহিত ছিল তাঁহার নিবিড় সম্পর্ক। ফিক্হশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি জটিল ও আধুনিক সমস্যাসমূহের দিকে অধিক মনোযোগ দেন। এ ব্যাপারে তিনি বিস্তর গবেষণা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের সহিত মত বিনিময় করিতেন। করাচীতে বড় বড় মুফতী সমন্বয়ে গঠিত একটি শিক্ষা মজলিসও তাঁহার প্রচেষ্টায় চালু হয়। পৃথিবীর অপরাপর মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় 'আলিমগণের সহিতও তিনি জটিল বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা ও পত্রালাপ করিতেন। মিসরের সুবিখ্যাত মুহাক্কিক (গবেষক) 'আলিম 'আল্লামাঃ যাহিদ আল-কাওছারী (র)-এর সহিতও কিছু কিছু বিষয়ে তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে মত বিনিময় করিয়াছেন। করাচী আগমনের পর এখানে তিনি একটি দারু'ল-ইফ্তা প্রতিষ্ঠিত করেন। ফাতাওয়া দানের যোগ্য লোক তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি ১৩৭৯ হি. সালে করাচী দারু'ল-'উলূমে ২ বৎসর মেয়াদে ফিক্হশাস্ত্রে তাখাস্সুস (ডিপ্লোমা)-এর কোর্স চালু করেন। তাঁহার লিখিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৭৭,১৪৪। তন্মধ্যে দেওবন্দ দারু'ল-'উলূমের ৩৬০৮২টি এবং অবশিষ্টগুলি করাচী দারু'ল-ইফ্তা হইতে লিখিত ও প্রেরিত। পাকিস্তানে তিনি মুফতী আ'জাম হিসাবে পরিচিত। তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, পূর্বসূরী মনীষিগণের রুচি-প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে একাত্ত হইয়া গিয়াছিল। দীনের সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি পূর্ববর্তী বুযুর্গানের অনুকরণ করাকে জরুরী জ্ঞান

[illegible]

[illegible] তাঁহার জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। অল্পে তুষ্টি ছিল তাঁহার অন্যতম গুণ, পার্থিব ধন-সম্পদের কোন লোভ তাঁহার মধ্যে ছিল না। দারু'ল-'উলূমে যখন তাঁহার বেতন মাত্র ষাট/সত্তর টাকা তখন কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা হইতে তাঁহাকে চার শত টাকা বেতনে অধ্যাপনার জন্য ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। করাচী দারু'ল-'উলূমে প্রথম চার বৎসর তিনি কোন বেতনই গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী সময়ে যাহাও লইয়াছেন বিভিন্ন উপায়ে তাহাও ফেরত দিয়াছেন। তিনি তিনবার হ'জ্জ করিয়াছেন।

কাদিয়ানী তৎপরতা রোধে তাঁহার অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এতদ্‌বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা, বিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগদান ইত্যাদি উপায়ে এই ধর্মমতের অসারতা প্রমাণ করেন। কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের বেলায় তিনি ছিলেন খড়্‌গহস্ত।

হ'াদীছ', তাফসীর, ফিক'হ ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি বিপুল সংখ্যক তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট-বড় রচনার সংখ্যা ১৬২। কেবল ফিক'হ শাস্ত্রেই তাঁহার ৯৫টি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উর্দূ ভাষায় রচিত মা'আরিফু'ল-কু'রআান নামে আট খণ্ডের সুবৃহৎ তাফসীর গ্রন্থটি অক্ষয় কীর্তি হিসাবে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। নির্ভরযোগ্য প্রায় সকল প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থের সারসঞ্চয়নের সাথে সাথে আধুনিক চিন্তাধারারও পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটানো হইয়াছে এই তাফসীর গ্রন্থে। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। মা'আারিফু'ল-কু'রআান ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আহ'কামু'ল-কু'রআান, জাওয়াাহিরু'ল-ফিক'হ, আলাাত-ই জাদীদা কে শার'ঈ আহ'কাম, খতমে নুবুওয়াত (কাামিল), মাক'াম-ই স'াহ'াাবাঃ, মাসীহ' মাও'উদ কী পাহচান, দা'আাব'ী মিরযা, হাদিয়্যাতু'ল-মাহদিয়্যীন, ইসলাাম কা নিজ'াামে আরাাদ'ী, ইসলাম কা নিজাাম তাক'সীমে দাওলাত, মাসআালাঃ সূদ, আাদাাবু'ল-মাসাাজিদ, বীমা যিন্দেগী, তাস'ব'ীর কী শার'ঈ হ'ায়ছি'য়্যাত, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড পর যাকাাত আওর সূদ, ঈমান ওয়া কুফর কু'রআান কী রৌশনী মেঁ, সুন্নাত ওয়া বিদ'আত, সীরাত-ই খাাতামু'ল-আম্বিয়াা, দো শহীদ, শহীদে কারবালাা, মস'াইবত কে বা'দ রাাহ'াত, আাদাাবু'ন-নাবী, ভোট ওয়া ভোটার কী শার'ঈ হ'ায়ছি'য়্যাত, সরমাায়াঃ দাারী-সোশ্যালিজম-ওয়া ইসলাম ও ওয়াহ'দাতে উম্মাত উল্লেখযোগ্য, আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায়ই তিনি এই সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাব্যের প্রতিও তাঁহার বেশ অনুরাগ ছিল। আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় তাঁহার

বেশ কিছু ক'াস'ীদাঃ, মারছি'য়াঃ ও কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।

মুফতী সাহেবের সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা নয়জন, তন্মধ্যে পুত্র পাঁচ জন এবং কন্যা চার জন। পুত্ররা হইলেন (১) মাওলানা যাকী কায়ফী মরহূ'ম, (২) মাওলানা মুহ'াম্মাদ রাদ'ী, (৩) ওয়ালী রাযী, এম. এ, (৪) মাওলানা মুফতী রাফী' 'উছ'মানী (বর্তমান পরিচালক, দারু'ল-'উলূম করাচী), (৫) মাওলানা মুফতী মুহ'াম্মাদ তাক'ী 'উছ'মানী, এম, এ,, এল, এল, বি (সহপরিচালক দারু'ল-'উলূম করাচী ও সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ')। কন্যাগণের নাম (১) মুহ'তারামাঃ না'ঈমাঃ খাতূন, (২) 'আতীক'াঃ খাতূন, (৩) হ'াসীবাঃ খাতূন, (৪) রাক'ীবাঃ খাতূন। পুত্রগণ পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হইয়াছেন। শেষোক্ত পুত্র বর্তমান পাকিস্তান শারী'আঃ 'আদালতের প্রধান বিচারপতি। আরবী ভাষায় মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ রচনাসহ বহু গবেষণাপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ রচনায় তিনি পিতার স্থান পূরণ করিয়াছেন। মুফতী সাহেবই মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে তাঁহাকে লেখনীর কাজে লাগাইয়া গিয়াছেন। ১১ শাওওয়াল, ১৩৯৬/৬ অক্টোবর, ১৯৭৬ সালে এই মহান জ্ঞান তাপসের ইনতিকাল হয়। করাচী দারু'ল-'উলূমের পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। ফাক'ীহ'ল-উম্মাঃ মাওলানা মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী' বাক্যের হরফগুলির মান যোগ করিলে তাঁহার মৃত্যু সন বাহির হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী', মুক'াদ্দিমাঃ মা'আারিফু'ল-কু'রআান, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ৬০-৫৮; (২) সায়্যিদ মাহ'বূব রিদ'ব'ী, তারীখ-ই দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, ১৯৭৮ খৃ. ২খ., ১৩০; (৩) আল-বালাগ' মুফতী আ'জ'াম সংখ্যা, সম্পা. মাওলানা তাক'ী 'উছ'মানী, করাচী ১৩৯৯ হি.; (৪) মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ সালীম, মাসিক আর-রাশীদ, দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ সংখ্যা, পৃ. ২০৭; (৫) 'আবদু'র-রাশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান, ১৯৮৬ খৃ. পৃ. ৩২২; (৬) মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী', মাজালিস-ই হ'াকীমিল উম্মাঃ, দিল্লী তা. বি., ৯-১৫; (৭) 'আবদু'র-রাহ'মান কুনদু, আল-আনওয়ার, দিল্লী তা, বি., ৫২৯; (৮) মা'আাছি'র-ই হ'াকীমু'ল-উম্মাত, করাচী ১৯৮৬ খৃ., ১৭৮; (৯) মাওলানা আমীনুল ইসলাম, তাফসীর নূরুল কুরআন, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ., ১খ., ১৬৬।

আঃ মতিন মাসউদী